মূর্ছনা

পুলিন দেববর্মা (১৯১৪-১৯৭৩)

জন্ম-শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা

শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

লিচুবাগান, আগরতলা

*Pt. BISHNU DIGAMBAR.*Pt. RATAN JHANKAR USTAD AGAKHA.*Pt. FAYAS KHA.*Pt. PULIN CH. DEBBARMAN.
*Pt. CHINNMOY LAHIRI.*Pt. NANIGOPAL BANERJEE.*Pt. KHITISH CH. BANERJEE.*Pt. P.N.VARVE.*Pt. G.N. NATTU.
*Pt. G.N. ROY CHAWDHRY

সূচনা

পুলিন দেববর্মা (১৯১৪-১৯৭৩)

জন্ম-শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা

শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

লিচুবাগান, আগরতলা

মূর্ছনা

পুলিন দেববর্মা (১৯১৪-১৯৭৩)
জন্ম-শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা

SDM Govt. Music College
March-2015
www.sdmgovtmusiccollege.in

MURCHANA - 2015
Pulin Debbarma (1914-1973)
100th Anniversary Commemorative volume.

Financial Assistance :
Directorate of Higher Education
Govt. of Tripura
&
UGC, NERO, Guwahati.

Editor :
Sri Mrinal Roy
Smt. Kalpana Dey

Published by :
The Principal on behalf of Sachin Debbarma
Memorial Govt. Music College, Lichubagan,
Agartala, Tripura, Pin- 799006

Cover Design :
Prasenjit Bhowmik

Printed by :
Sree Maa Printing Press, Krishnanagar, Agartala,
M : 9436127742

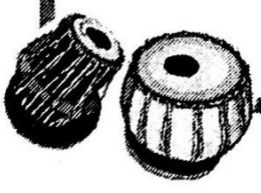

অধ্যক্ষার কলমে

ভগীরথ যেমন তাঁর সাধনার ঐশ্বর্য দিয়ে পুণ্যসলিলা গঙ্গাকে নিয়ে এসেছিলেন মর্ত্যে যার পবিত্র বারিধারায় মর্ত্যবাসী মানুষ যুগ যুগ ধরে তৃপ্তি ও শান্তি পেয়ে আসছেন। তেমনি পুলিন ঠাকুর তাঁর সাধনার ঐশ্বর্য্যকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের সঙ্গীতপিপাসু মানুষদের জন্যে পরপর 'বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়' (১৯৪৭) এবং 'কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস্' প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তৈরি করে গেছেন রাজ্যের শাস্ত্রীয়সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি প্রাতিষ্ঠানিকতার ধারা। ফলে আমজনতা পেয়েছিল সেই সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ যা বহুদিন পর্যন্ত ছিল তাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সেই প্রাতিষ্ঠানিকতার ধারারই একটি সুবর্ণসংযোজন পরবর্তীকালে ১৯৬৪ সালে সরকার কর্তৃক তাঁর তৈরি প্রতিষ্ঠানকে অধিগ্রহণ এবং সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় রূপে পরিগণিত করা। কালের বিবর্তনে কি করে 'বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়' (১৯৪৭) বা 'কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস্' ক্রমরূপান্তরিত হয়ে আজকের শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় হয়েছে সে সব ইতিহাস আজ বহুচর্চিত।

১৯৪৭ বা তার কাছাকাছি সময় থেকে আমৃত্যু (মৃত্যুকাল-১৯৭৩) পুলিন দেববর্মা সঙ্গীতশিক্ষক হিসাবে ছিলেন নিরলস এবং এই সময়ে তিনি বহু সুযোগ্য ছাত্রছাত্রী তৈরি করে গেছেন। এই রাজ্যে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাতখণ্ডে সিলেবাসে সঙ্গীত বিশারদ পরীক্ষা দেওয়ানোর মধ্য দিয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে সঙ্গীতবিশারদ ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট পাওয়ার সুযোগ তিনিই সর্বপ্রথম শুরু করেছিলেন অর্থাৎ প্রথাগত সঙ্গীত শিক্ষাব্যবস্থার তিনিই পথিকৃৎ।

রাজ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিকাশে পুলিন ঠাকুরের অবদানকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করতে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে রাজ্য সরকার ২০০৪ সাল থেকে 'পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা শাস্ত্রীয়

সূচনা

সঙ্গীত সমারোহ'র আয়োজন করে আসছে। এই সমারোহের অঙ্গ হিসেবে প্রতিবছর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, গুণীজন সম্বর্ধনা ইত্যাদির পাশাপাশি রাজ্যের ও বহিঃরাজ্যের বহু গুণীশিল্পীরা এতে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৪ সালটি এই মহাবিদ্যালয়ের কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই বছরে কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তির সঙ্গে সঙ্গে কলেজের স্রষ্টা ও প্রাণপুরুষ পুলিন ঠাকুরের শতবর্ষ পূর্তি হয়েছে। পুলিন ঠাকুরের এই শতবর্ষ পূর্তির লগ্নে রাজ্য সরকার কর্তৃক লিচুবাগানস্থিত মিউজিক ও আর্টস কলেজের প্রাঙ্গনে 'পুলিন দেববর্মা অডিটরিয়াম' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানটিকে যে অন্য মাত্রা প্রদান করবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এছাড়াও অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পুলিন ঠাকুরকে নিয়ে কিছু লেখা কিছু স্মৃতি ও কিছু তথ্য সম্বলিত এই স্মরণিকা পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে ভাল লাগছে। যারা এই বিশেষ সংখ্যা রূপায়নে ব্রতী হয়েছেন ও নিষ্ঠা সহকারে কার্যটি সমাধান করেছেন তাদের প্রতি রইল বিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং পুলিন ঠাকুরের স্মৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম।

মণিকা দাস

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা

শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

লিচুবাগান, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

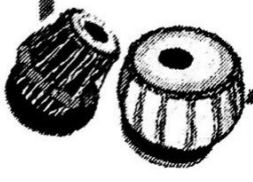

সম্পাদকীয়

ত্রিপুরার সুরের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ভগীরথ পুলিন দেববর্মার শততম জন্ম জয়ন্তীতে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করছি। যে মহাবিদ্যালয়ের অঙ্কুরটি তাঁর হাতে রোপিত হয়েছিল আজ তা মহীরূহ রূপ ধারণ করেছে। ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের যে প্রয়াস তিনি সারাজীবন চালিয়ে গেছেন এই প্রতিষ্ঠানটি আজো সযত্নে সেই প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। আমরা ২০০৪ সাল থেকে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতা 'পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রতিবছর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর স্মৃতি তর্পণ করি।

নানা ফুলে বিকশিত, মধুগন্ধে আমোদিত, কোকিলের কুহুতানে মুখরিত এই বসন্তে, ত্রিপুরার সুযোগ্য সন্তান, আমাদের গর্ব পুলিন দেববর্মার শততম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক মুখপত্র 'মূর্ছনা' পুলিন দেববর্মা জন্ম শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা স্মারক সংকলন হিসেবে প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গৌরবান্বিত বোধ করছি। এই স্মরণিকা প্রকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। লেখক, প্রকাশক-উপদেষ্টামন্ডলী— যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাদের জানাই সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ। সকল শ্রেণীর পাঠককে জানাই হার্দিক শুভেচ্ছা।

শততম জন্ম জয়ন্তীতে পুলিন দেববর্মা নামাঙ্কিত 'মূর্ছনা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের মাধ্যমে আমরা তাঁর প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। রুচিশীল সংস্কৃতি ও মননশীল সাহিত্য সৃজনে 'মূর্ছনা' চিরন্তন প্রয়াস চালিয়ে যাবে এই প্রবহমান প্রয়াসে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

ধন্যবাদ— **শ্রীমতি কল্পনা দে**
শ্রী মৃণাল রায়

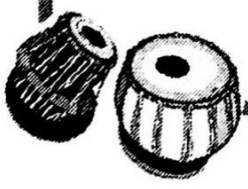

সূচীপত্র

কীর্তিমান পুলিন ঠাকুর
মণিকা দাস ৭

শতবর্ষের আলোকে পুলিন দেববর্মণ
ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক ৮

শ্রদ্ধায় স্মরণ সঙ্গীতাচার্য পুলিন ঠাকুর
মণিকা দাস ১১

স্মরণে পুলিন ঠাকুর
তাপসী দত্ত ১৪

পিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য
পুলকেশ দেববর্মণ ১৫

স্মরণে মননে ঃ পুলিন দেববর্মা
জহর সূত্রধর ১৭

ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সূচনায় সঙ্গীতাচার্য পুলিন চন্দ্র দেববর্মা
কালিপদ ভট্টাচার্য্য ১৯

ত্রিপুরায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে— 'পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ' একটি সমীক্ষা
কল্পনা দে ২২

সঙ্গীতাচার্য পুলিন ঠাকুর
সাবিত্রী দেবী ২৯

প্রশ্নোত্তরে পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ
মৃণাল রায় ৩০

কীর্তিমান পুলিন ঠাকুর

মণিকা দাস

বাক্‌দেবীর বর পুত্র
কণ্ঠে সুরের খেলা,
সর্বজন বন্দিত তিনি
গলায় বরণমালা।
জন্ম তাহার
আগরতলার কৃষ্ণনগরে,
প্রতিভাধর শিল্পী ছিলেন
সকলে গর্ব করে।
মার্চের দশ তারিখে
উনিশশো চৌদ্দ সালে,
জন্ম নিয়ে এলেন তিনি
হীরালাল ও শান্তিপ্রভার কোলে।
কণ্ঠভরা সুর নিয়ে
মেতে থাকতেন তিনি।
স্কুল পালিয়ে মাঠে ঘাটে
গেয়ে বেড়াতেন তিনি।
এসব খবর ধীরে ধীরে
রাজা শুনতে পান,
রাজার আমন্ত্রণে তিনি
রাজসভায় করেন গান।
গান শুনে মুগ্ধ রাজা
দিলেন সম্মান।
পঁচিশ টাকা বৃত্তি নিয়ে
তালিম নিতে যান।
ভর্তি হলেন লক্ষ্ণৌর সেই
মরিস কলেজে,
বিখ্যাত সব গুণী শিল্পী
যেথায় বিরাজে।
রতন ঝংকার গুরু ছিলেন
ছিলেন আগা খাঁ,
পরবর্তী গুরু হলেন
ওস্তাদ বরকত আলি খাঁ।
রপ্ত করেন গায়ন শৈলী
রঙ্গিলা ঘরানার
সিদ্ধিলাভ করেন তিনি
কঠোর সাধনায়।
এরপর ঘরের টানে
এলেন আগরতলায়
সবার জন্যে স্থাপন করলেন
বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়
সেটিই তবে ক্রমে ক্রমে
তাঁর চালনায়,
নব কলেবরে হল
সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়।
জ্ঞানী, গুণী শিল্পীদের
এটি তীর্থস্থান,
স্থানান্তরিত হয়ে এটি
এল লিচুবাগান।
সরকারী সহায়তায় হল
নতুন ম্যানশন,
যার প্রতিষ্ঠাতা এই
পুলিন দেববর্মণ।
ত্রিপুরার গর্ব তিনি
ছিলেন কীর্তিমান,
তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল
এই প্রতিষ্ঠান।

শতবর্ষের আলোকে পুলিন দেববর্মণ

ত্রিপুরেন্দ্র ভৌমিক

ত্রিপুরা রাজ্যের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে পুলিন দেববর্মণ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। শাস্ত্রীয় (কণ্ঠ) সঙ্গীতের ইতিহাসে এই নামটি স্বর্ণক্ষরে লেখা থাকবে। ত্রিপুরা রাজ্যে সঙ্গীত প্রেমীদের নিকট পুলিন দেববর্মণের পরিচিতি নিষ্প্রয়োজন। তবু তাঁর জন্ম শতবর্ষের আলোকে নবপ্রজন্মের সঙ্গীত প্রেমীদের জ্ঞাতার্থে কিছু স্মৃতি কিছু কথার উল্লেখ করছি।

ছোটবেলা থেকেই বালক পুলিন চন্দ্র সুমধুর কণ্ঠে বিভিন্ন ধরনের গান গাইতেন। একবার রাজবাড়ীতেও হোলীর গান গেয়েছিলেন সবই রাগাশ্রয়ী গান। মহারাজার কানেও পৌঁছে যায় বালক পুলিন চন্দ্রের সু-মধুর কণ্ঠের কথা। ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর মাসিক মাসোহারা দিয়ে পুলিনদাকে লক্ষ্মৌ মরিস কলেজে সঙ্গীত বিশারদ কোর্স পড়ার জন্য ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন।

College of Music & Fine Arts থেকে ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের I.M.C. পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বে পুলিনদা, আমাকে কয়েক মাস তালিম দিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গ বলেছিলেন- " আমার আশা ছিল সঙ্গীত বিশারদ" পাশ করার পর মহারাজ ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মণের (সেতার শিল্পী) মত আমার জন্য কিছু একটা করবেন। বিশারদ পাশ করার পর মহারাজকে একদিন গানও শুনিয়েছিলাম- ভাল মন্দ কিছুই বলেননি। কিন্তু আমার জন্য কিছুই করেননি"।

রাজ আনুকুল্যে পুলিনদার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হলো না। অগত্যা বাঁচার তাগিদে রাজদরবারের সভাসদ্ প্রাক্তন মন্ত্রী ঁকৃষ্ণ দাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতা ঁহরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্মরণাপন্ন হয়ে " ত্রিপুরা মর্ডান ব্যাঙ্কে"-এ (বর্ত্তমান কংগ্রেস ভবন) করণিকের কাজে যোগদান করেন। কিছুকাল পর ঁহরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহায়তায় " মডার্ন " ব্যাঙ্ক-এর কলিকাতা শাখায় Transfer নিয়ে চলে যান-বড় উস্তাদের কাছে আরো তালিম নিয়ে বড় শিল্পী হওয়ায় আশায়। কিন্তু কিছুকাল পর 'মর্ডান' ব্যাঙ্ক"-এর পতন হয়। ফলে পুলিনদার আর কলিকাতায় থেকে বড় উস্তাদের কাছ থেকে তালিম নিয়ে বিখ্যাত শিল্পী হওয়া হলো না। ফিরে এলেন আগরতলায় নিজ বাড়ীতে প্রাইভেট শেখাতে লাগলেন। ১জন ২ জন করে শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়তে লাগলো। বাড়ীতেই সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

" বীর বিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়" গড়ে তুললেন। সেটা সম্ভবতঃ ১৯৪৭ খৃঃ।

১৯৫১ খৃঃ কিছু অনুগামীকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুললেন "College of Music & Fine Arts" নামে এক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পরবর্তী সময়ে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ জি. এন. চাটার্জি'র প্রেরণা এবং উপদেশ অনুসারে "College of Music & Fine Arts" এর জন্য পরিচালন সমিতি গঠন করা হয়। ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন M B B College- এর অবসর প্রাপ্র অধ্যক্ষ জে. কে. চৌধুরী মহাশয় যিনি M B B College-এর রূপকার নামে খ্যাত এবং সম্পাদক ছিলেন উমাকান্ত স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। যিনি ত্রিপুরায় প্রথম B.T. প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক হওয়ায় মাষ্টার মহাশয় নামেই পরিচিত ছিলেন। এই তিন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগীর ছত্র-ছায়ায় পুলিন দেববর্মণ মহাশয় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানটিকে ক্রমশঃ জনপ্রিয় করে তুললেন। প্রসঙ্গত আমি সৌভাগ্যবান এই তিন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌কে স্কুলে এবং কলেজ বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছি এবং তাদের বিশেষ স্নেহ লাভ করেছিলাম।

১৯৫৭ সালে College of Music & Fine Arts ভাত খন্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের অনুমোদন (Affilialion) লাভ করে। তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্ত্তা ডঃ জি. এন. চাটার্জি এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য সামান্য কিছু আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থাও করেন। প্রতি শিক্ষককে ৯০ টাকা মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ক্লাশ করার জন্য উমাকান্ত স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের কয়েকটি ক্লাশ রুম ছেড়ে দেওয়া হতো। ক্লাশ হতো শনিবার বিকালে এবং রবিবার সকালে এবং বিকালে। ১৯৬২ সালে লক্ষ্মৌ থেকে 'বিশারদ' পাশ করে ফেরার পর ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক College of Music & Fine Arts কে অধিগ্রহণ করার পূর্বে ১৯৬৩ সনে আমিও কয়েক মাস ঐ বে-সরকারী কলেজে কাজ করেছিলাম।

১৯৬৪ সনে পুলিনদা প্রতিষ্ঠিত College of Music & Fine Arts -কে ত্রিপুরা সরকার অধিগ্রহণ করে । নামাকরন হয় Goverment Music College, Agartala. স্থানটি অবশ্য সকলেরই জানা (I. G. M.) হাসপাতালের বিপরীতে) U. P. S.C.-র মাধ্যমে প্রথম Principal নিযুক্ত হন লক্ষ্মৌ-এর কুমুদ রঞ্জন বানার্জি। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পুলিনদা'র অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ মহাশয়ের হস্তক্ষেপে পুলিনদাকে Sr. Lecturer (Vocal) Post -এ Ad-hoc Appointment দেওয়া হয়েছিল। Recruitment Rules

অনুযায়ী পুলিনদার Academie Qualification কম থাকায় Ad-hoc Appointment-কে Regular করায় চেষ্টা করেনি সরকার পুলিনদার জীবদ্দশা পর্যন্ত।

১৯৭৫ সালের ১লা আগষ্ট এই সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে আমি যোগদান করি। বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী ও কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সঙ্গে অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ১৯৭৬ সালে B. Music Degree Course এর জন্য Goverment Music College, Agartala-কে Affiliation দেয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৭ সাল থেকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়েই চলছে এই সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। ১৯৬৪ ইং থেকে ২০০৯ ইং এই দীর্ঘ ৪৫ বছর পর ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল (I. G. M.) হাসপাতালের চৌমূহনী থেকে লিচুবাগান সংলগ্ন জায়গায় নতুন সু-দৃশ্য বাড়ীতে স্থানান্তরিত হল সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। নতুন নামকরণ হল " শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়"।

আজ থেকে প্রায় ৬৫ বছর পূর্বে মহারাজার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা না পেয়ে শ্রদ্ধেয় পুলিনদা Music & Fine Arts নামে ১৯৫১ সালে যে বীজ বপন করেছিলেন সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে " শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়" আজ এক মহীরুহ বৃক্ষে পরিণত। রাজ্যবাসী ফলের আশায় অপেক্ষারত। এই বীজ বপন করার জন্য পুলিনদা অবশ্যই কৃতিত্বের দাবীদার- কিন্তু যিনি বীজ বপনকারী পুলিনদা-কে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন-শিক্ষার দায় ভার যিনি বহন করেছিলেন সেই মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের কৃতিত্ব কিন্তু বেশী ছাড়া কম নয়।

শ্রদ্ধেয় পুলিন দা'র স্মৃতি রক্ষার্থে সরকার কর্তৃক যে প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হল তা খুবই আনন্দের বিষয়। তবে পুলিন দা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারে আমাদের সামনে যে আদর্শ রেখে গেছেন তাকে রক্ষা করাই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য।

পরিশেষে জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছি-এই বছর শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় পুলিন দেববর্মণের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মহাবিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন " মূর্চ্ছনা'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মহাবিদ্যালয়ের মাননীয়া অধ্যক্ষা শ্রীমতি মণিকা দাস মহোদয়া মূর্চ্ছনায় লেখা দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন সে জন্য শ্রীমতি দাসকে অন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধায় স্মরণ সঙ্গীতাচার্য পুলিন ঠাকুর

মণিকা দাস

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিল্পী ও সাধক পুলিন দেববর্মা ১৯১৪ সালের ১০ই মার্চ আগরতলার কৃষ্ণনগরের ঠাকুর পল্লী রোডের টি. আর. টি. সি. সংলগ্ন বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুরের পূজারী, সঙ্গীতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ এবং কণ্ঠে ছিল ঈশ্বর প্রদত্ত সুর। ছোটোবেলা থেকেই গতানুগতিক পড়াশুনায় তাঁর মন বসত না। স্কুল পালিয়ে গান গেয়ে বেড়াতেন বা আখড়ায় গিয়ে কুস্তি করতে পছন্দ করতেন। ছেলের পড়াশুনোর প্রতি অমনযোগ লক্ষ্য করে তাঁর পিতা তাঁকে উমাকান্ত স্কুলের বোর্ডিং-এ ভর্তিকরে দেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মুক্ত বিহঙ্গ, খোলা আকাশের নীচে স্বাধীনভাবে গান গেয়ে বেড়ানোই ছিল তাঁর একমাত্র নেশা ও আনন্দ। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ত্রিপুরার সঙ্গীতপ্রিয় মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর বালক পুলিনের গানের প্রশংসা শুনে তাঁকে তাঁর রাজসভায় ডেকে পাঠান এবং গান গাইতে বলেন এবং তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত শুনে অভিভূত হন। তারপরই তিনি পুলিন ঠাকুরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার জন্য ২৫ টাকা মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দেন। সেই সঙ্গীত বৃত্তির টাকায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেওয়ার জন্য তিনি লক্ষ্মৌ-এর মরিস কলেজে গিয়ে ভর্তি হন। মরিস কলেজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন ওস্তাদ রতন ঝংকার এবং আগা খাঁ রঙ্গিলা ঘরানার প্রবর্তক ওস্তাদ ফৈরাজ খাঁর কাকা ছিলেন। সেই সময়ে লক্ষ্মৌতে পুলিন ঠাকুরের সতীর্থরা ছিলেন-চিন্ময় লাহিড়ী, ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায়, পি, এন, চিনচোরে প্রমুখ। লক্ষ্মৌতে বিশারদ ডিগ্রী লাভ করার পর ওস্তাদ বরকত আলি খাঁর নিকট আরও তিন বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নেন। ওস্তাদ বরকত আলি খাঁ ছিলেন বিখ্যাত ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁর ভাই।

সঙ্গীত তাঁর কাছে সাধনার বস্তু ছিল। লক্ষ্মৌর বীনা হোস্টেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি রোজ ১৫/১৬ ঘন্টা রেওয়াজ করতেন। এই কঠোর সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন অর্থাৎ রঙ্গিলা ঘরানার গায়ন শৈলী ও তানকর্তব তিনি খুবই ভালভাবে রপ্ত করেছিলেন। রঙ্গিলা ঘরানার বিশিষ্ট গায়ন শৈলী দানাদার তান যা কিনা খুবই রেওয়াজ ছাড়া আয়ত্ব করা যায় না তা তাঁর কণ্ঠে অনায়াসলভ্য ছিল।

লক্ষ্ণৌ থেকে সঙ্গীতের শিক্ষা পর্ব সাঙ্গ করে তিনি কলকাতায় আসেন ত্রিশের দশকের শেষ দিকে। কলকাতায় তিনি ত্রিপুরার মহারাজার মর্ডান ব্যাংকে যোগ দেন। সেই সময়ে তিনি কলকাতা ও ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রোগ্রাম করতেন। উচ্চাঙ্গ শিল্পী হিসেবে তাঁর নাম ও যশ কলকাতার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং ছাত্রছাত্রীর ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু মাটির টানে জন্মভূমির টানে কলকাতা থেকে তিনি আগরতলায় চলে আসেন। একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে জন্মভূমির প্রতি দায়বদ্ধতাই তাঁকে ত্রিপুরায় টেনে এনেছে।

ত্রিপুরার রাজদরবারে যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যের চর্চা হত তা রাজ দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। তখনকার সময়ের সাধারণ মানুষেরা সঙ্গীতের সেই রসমাধুর্য থেকে বঞ্চিত ছিল। পুলিন ঠাকুরই সর্ব প্রথম সর্ব সাধারণের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচারের জন্য নিজের বাড়িতে ' বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। ১৯৫১ সালে সেই বিদ্যালয় কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস নামে উমাকান্ত একাডেমীর পশ্চিম দিকের লাল দালান ও টিনের ঘরে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৭ সালে কলেজটি ভাতখন্ড সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের' অনুমোদন পায় এবং ১৯৬৪ সালে 'সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' নামে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। পুলিন ঠাকুর এই কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতেন এবং শেষের দিকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবেও কিছু দিন কাজ কবেছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আপনভোলা ও উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং যথেষ্ট সুরুচি সম্পন্ন ছিলেন। ঝকঝকে পাম্প-সু ও ইস্ত্রি করা ধুতি পাঞ্জাবী পরে চলাফেরা করতে ভালবাসতেন। জীবনে দারিদ্র্যের কশাঘাত অনেক সহ্য করেছেন কিন্তু সঙ্গীত সাধনা থেকে সরে আসেননি। তিনি তাঁর ওস্তাদের কাছ থেকে পাওয়া তালিমের বাইরে যেতেন না। লক্ষ্ণৌতে থাকাকালীন সময়ে একটানা সাত বছর তিনি রাতে ইমনরাগ ও ভোরবেলা ভৈরবী রাগের সাধনা করে গেছেন। আসরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনের মুহূর্ত আগেও তিনি বলতে পারতেন না যে কী রাগ গাইবেন। তানপুরা মিলিয়ে আসরে বসার পর দু-চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হতেন এবং তখনই রাগ নির্ণয় করে

সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। তাঁর গায়ন কৌশল ছিল অনন্য এবং গেয় সঙ্গীতের সুরেলা মাধুর্য ছড়িয়ে তিনি গোটা রাজ্যের সঙ্গীত প্রিয় মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন।

পুলিন দেববর্মাকে এক কথায় ত্রিপুরার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের পুরোধা বলা যায়। তিনি নিজে অর্থলাভ, যশলাভ ও খ্যাতির মোহ ছেড়ে সঙ্গীতকে সর্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দূরদর্শনের ও বেতারের অনুষ্ঠানের সুপ্রতিষ্ঠিত এই মহান শিল্পীর সুযোগ্য ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন- নৃপেন্দ্র চন্দ্র দে, ধীরেন্দ্র বণিক, রাজ্যেশ্বর বণিক, শিবেন্দ্র চক্রবর্তী, সত্যেন দাশ, রবি নাগ, আরতি কর, নারায়ণ দেববর্মা ও তারক রায় প্রমুখ।

ত্রিপুরার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পুলিন দেববর্মার অবদানকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ' পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ' নামে ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর একটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করে আসছে। পুলিন দেববর্মা চাইতেন সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা উত্তরোত্তর বেড়ে উঠুক। বলা যায় তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বন্ধ দরজা আমজনতার নিকট খুলে দিতে চেয়েছিলেন, তিনি জানতেন এই ধরণের সঙ্গীত সাধনা মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক দিককে যেমন উন্নত করতে পারে, পারে মানুষের অন্তরের পাশবিকতাকে নাশ করে সুকোমল বৃত্তিগুলোকে জাগাতে। তাঁর উৎসর্গীকৃত সাংগীতিক জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে নতুন প্রজন্ম শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে সাদরে গ্রহণ করুক এবং তাদের অন্তরের মহান বৃত্তিগুলোর সুপ্রকাশ ঘটুক তবেই তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

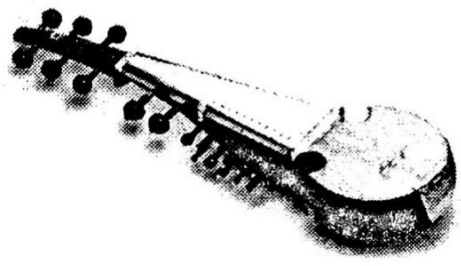

স্মরণে পুলিন ঠাকুর

তাপসী দত্ত

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ মহাশয় ছিলেন আমার সঙ্গীতগুরু, বাড়িতে ছোট কাকার (শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাশ) কাছে প্রথম সা, রে, গা, মা শেখা শুরু, সেই সময়ে গানের পরীক্ষা দেবার কোন ব্যাপার ছিল না। ছোট বেলা থেকেই গানের পরিবেশে বড় হয়েছি, তাই সঙ্গীতকে জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে ভাবতাম, কোন ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা নেবার জন্য নয় গানকে ভালবেসে গান শেখা, এরপর উমাকান্ত স্কুলের ছোট লাল দালানে যখন পুলিন মাস্টার মশাই এর গানের কলেজ শুরু হয় তখন আমিই ছিলাম প্রথম ব্যাচের ছাত্রীদের মধ্যে একজন। মাস্টার মশাই নিজেই আমাদের তালিম দিতেন। তখন আমার বয়স বার/তের বছর হবে। তাই বোঝার ক্ষমতাও ছিল সীমিত। উনি যখন রাগের আলাপ বা বিস্তার করতেন তখন এত শ্রুতি মধুর লাগত যে তা শুধু বিভোর হয়ে শুনতাম। উনার গানের বৈচিত্র ও স্পীড এবং লয়কারী এতটাই উচু মার্গের ছিল যে আমাদের ধরা ছোয়ার বাইরে। তবে যা কিছু শিখতে পেরেছি তার জন্য আমাদের শেখার আগ্রহ যেমন ছিল তেমনি মাস্টার মশাইও আমাদের আন্তরিক ভাবে শেখাতেন আমরা যাতে এগিয়ে যেতে পারি। তাই সঙ্গীত বিশারদ পরীক্ষার পর তিনি বলেছিলেন আমার কাছে তালিম নিও আমি তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেবো। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবেশ বা পরিস্থিতির বিরূপতার কারণে সেভাবে তালিম নেবার সুযোগ হয়ে উঠে নি।

১৯৬০ সালে প্রথম ভাতখন্ডের সিলেবাসে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিশারদ পরীক্ষা শুরু হয়। এই পরীক্ষা শ্রীযুক্ত পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ-এর মিউজিক কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। তখন আমার সাথে আমার সহপাঠীদের মধ্যে শুভ্রা দাশ, কণিকা চক্রবর্তী, গৌরী চক্রবর্তী, অর্পনা গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দাস এবং শ্রীমতি আরতি কর ও আরও কয়েকজন ছিলেন। আমরাই ছিলাম প্রথম সঙ্গীত বিশারদ পরীক্ষার্থী এই রাজ্যের, এর জন্য গর্ব করে বলতে পারি যার একমাত্র কৃতিত্ব বা সম্মান স্বয়ং মাস্টার মশাই এর প্রাপ্য। উনার ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপই আজকের এই গর্ভমেন্ট মিউজিক কলেজের স্থাপনা বলা যেতে পারে। যদিও তিনি এর প্রাপ্য সম্মান জীবিত কালে পান নি। তবুও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান জানাবার জন্য সরকারী ভাবে অনুষ্ঠান হতে চলেছে তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করলাম।

পিতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

পুলকেশ দেববর্মণ

পুলিন ঠাকুর বাল্য কাল থেকেই খুব সুরের অধিকারী ছিলেন। তখন রাজার আমল ছিল রাজন্য আমলের সংগীত চর্চা শুধু রাজ বাড়ীতেই সীমাবদ্ধ থাকত। তখন হোলী খেলার উৎসব হত রাজবাড়ীতে। রাজবাড়ীতে হোলীর গান বাজনা হবে, বালক পুলিন রাজবাড়ীতে হোলীর গান মহারাজাকে শোনানোর ডাক পেলেন। বালক পুলিন খুব খুশি, আর এক দিকে ভয়, দুটো মিলে, হোলীর দিন পুলিন ঠাকুর গান করলেন। তখন মহারাজা ছিলেন বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর, মহারাজা বালক পুলিনের সংগীত শুনে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এবং ঠাকুর পুলিন চন্দ্র দেববর্মণকে সংগীত শিক্ষার জন্য রাজকোষ থেকে মাসিক ২৫ টাকা ভাতা দিয়ে লক্ষ্ণৌর মারিস কলেজে ভর্ত্তি করিয়েছিলেন। সেখানে বালক পুলিনের সঙ্গীত গুরুরা ছিলেন– ১) পন্ডিত রতন ঝংকার ২) পন্ডিত– আগা খাঁ সাহেব ৩) পন্ডিত– ফৈয়াজ খাঁ সাহেব। লাক্ষ্ণৌতে সঙ্গীত বিশারদ করার সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে পরিচিত হন। তখন নজরুল সাহেব পুলিন ঠাকুরকে কিছু নজরুল গীতি শিখিয়ে ছিলেন। মরিস কলেজ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা শেষ করে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন। এবং প্রথমেই মহারাজার নামে একটি সঙ্গীত স্কুল চালু করেন। শচীন দেববর্মণ ও পুলিন ঠাকুর সম্পর্কে ছিলেন মামা–ভাগ্নে। শচীন কর্তা তখন পুলিন ঠাকুরকে একটি চিঠি দিয়ে বললেন "ভাগ্নে ত্রিপুরায় থেকে কিছু হবে না। তুমি বম্বে চলে আস"। তখন মহারাজ পুলিন ঠাকুরকে রাজবাড়ীতে ডেকে নিয়ে তাকে অনুরোধ করেন "পুলিন তুমি ত্রিপুরা থেকে যাবে না, যা শিখে এসেছো তা তুমি ত্রিপুরার মানুষকে দান কর"। মহারাজার সেই অনুরোধে পুলিন ত্রিপুরায় রয়ে গেলেন। তখন উমাকান্ত স্কুলে মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস নামে একটি স্কুল তৈরী করেন এবং পরে সেটা ১৯৬৪ ইং তে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়–এ পরিবর্তিত হয়। সরকারী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ঠাকুর পুলিন চন্দ্র দেববর্মন। মিউজিক কলেজের প্রথম সিনিয়ার লেকচারার ছিলেন পুলিন ঠাকুর। অনেক কষ্ট করে, অনেক কিছু ত্যাগ করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গভঃ মিউজিক কলেজ , তখন উনি ভাতখন্ডের এফিলেশান

পেয়েছিলেন। উনার লাক্ষ্ণৌ মারিস কলেজে সংগীতে সমসাময়িকরা হলেন–১) ননী গোপাল ব্যানার্জী ২) ক্ষিতিশ চন্দ্র ব্যানার্জী, ননী গোপাল ব্যানার্জীর বড় ভাই। ৩) চিন্ময় লাহিড়ী প্রমুখ গুনীরা। ঠাকুর পুলিন চন্দ্র দেববর্মণের সহ ধর্মিনী ছিলেন ঁলীলা দেবী। বর্তমানে তাঁদের নয়জন সন্তান– ১) শ্রী রনজিৎ দেববর্মণ ২) রূদ্রাংশু দেববর্মণ ৩) শ্রী রাজ বিহারী দেববর্মণ। ৪) শ্রী দীপক দেববর্মণ ৫) শ্রী পুলকেশ দেববর্মণ ৭) শ্রী অভিজিৎ দেববর্মণ (অমি) ৮) শ্রীমতি চামেলী দেববর্মণ। ৯) শ্রীমতি তনুজা দেববর্মণ। পুলিন ঠাকুরের ছাত্র/ছাত্রীরা হলেন– ১) অনুজ হীরন দেববর্মণ । (২) রবি নাগ (৩) কণিকা দেববর্মণ (৪) তাপসী দত্ত (৫)পুতুল চাটার্জী (৬) আরতী কর (৭) গৌরী চক্রবর্তী এবং আমার মাতৃ দেবী ঁলীলা দেবী। এছাড়াও আরো অসংখ্য ছাত্রছাত্রী আছেন রাজ্যের বাইরে।

স্মরণে মননে ঃ পুলিন দেববর্মা

জহর সূত্রধর

সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে যেন সপ্ত সুরে বিভক্ত। রামধনুর সপ্ত রং, সপ্তসাগর, সপ্তদ্বীপ ও সপ্তাহের সপ্তবার। আমাদের দেহযন্ত্র ও তেমনি সপ্তভাগে বিভক্ত। সুর, হচ্ছে ব্রহ্ম, সুর হচ্ছে নাদ, সুর হচ্ছে ধ্বনি। সেই সুর ধ্বনি আমাদের দেহের মূলাধরের মূলগ্রন্থি হতে সহস্রার পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের দেহযন্ত্রে আছে সপ্তগ্রন্থি যেমন মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান,, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ আদ্দা ও সহস্রার। এই গুলোও সংগীতে সা-রে-গা-মা'র মতো। বাস্তবে যারা গায়ক/গায়িকা তাঁরা ওই সুর ভেঁজে ভেঁজেই ওস্তাদ হয়েছেন। ওই অক্ষরগুলো দিনরাত চর্চা করতে করতে শিল্পী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের অন্তরের অন্তস্থলে যে তালা আছে তার রাশিগুলো যদি জানা না থাকে তা হলে তালা খুলবে কি করে। তালা খুলতে হলে তালা খোলার রাশিগুলো তো জানতে হবে। কিন্তু রাশিগুলো খোলার কৌশল সবার জানা নেই, তাই উপযুক্ত গুরুর কাছে গিয়ে অনুশীলন করে তা আয়ত্ব করতে হয় শ্রেষ্ঠত্বের আসন দখল করতে হলে। সংগীত এমনই বিদ্যা যা খুবই অনুশীলনের প্রয়োজন, শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য, মনের থেকে একটা জোরদার তাগিদ থাকতে হবে। তবেই তা সম্ভব। আপনা থেকেই সেই তাগিদে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসকে খুঁজে বেড়াবে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে। সংগীত হচ্ছে মানুষের কোমল ও সুকুমার বৃত্তির ছন্দোময় প্রকাশ। জোর করে কাউকে সংগীত শিক্ষা দেয়া যায় না বা কারো মনে সংগীতের সুর জাগানো যায় না। যদিও পাখি গান গায় আপন উল্লাসে। সংগীত যদিও স্বতস্ফুর্ত ছন্দোময়প্রকাশ তবু ও তা সুসংহতভাবে তাল-লয়-মানের সাহায্যে শিক্ষার মাধ্যমে হয়ে উঠে স্বয়ং সম্পূর্ণ। আর সে জন্য ত্রিপুরার সংগীতপ্রিয় মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য আমাদের অতি গর্বের শিল্পী পুলিন দেব্বর্মাকে পাঠিয়েছিলেন উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষার জন্য ২৫ টাকার মাসিক বৃত্তির বিনিময়ে ভারতের সাংস্কৃতিক পীঠস্থান লক্ষ্মৌতে। রঙ্গিলা ঘরানার প্রবর্তক ওস্তাদ আগা খাঁর কাছে। ওস্তাদ বরকত আলি খাঁর কাছে ও তালিম নিয়েছিলেন আমাদের পরম গর্বের সংগীত শিল্পী পুলিন দেব্বর্মা।

তৎকালীন ভি,এম হাসপাতালের ডঃ হীরালাল দেব্বর্মার সাত ছেলে যথাক্রমে ঁকৃষ্ণ কুমার দেব্বর্মা (নীলু ঠাকুর) সেই সময়ের সাব রেজিষ্টার, ঁপুলিন

দেববর্মা," বিকাশ দেববর্মা (রেঞ্জার, বন বিভাগ), "বিভূতি দেববর্মা (রেঞ্জার, জ্যোতিষী), "অমল দেববর্মা (সংগীত শিল্পী), হীরেন দেববর্মা (সংগীত শিল্পী), পূর্বতন সরকরী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের ইনস্ট্রাকটর, "ভূপতি দেববর্মা (সংগীত শিল্পী), পূর্বতন ডি এম হাসপাতালের কর্মচারী ও তিন মেয়ে যথাক্রমেম সুষমা দেববর্মা, সুধারানী দেববর্মা ও ইরানী দেববর্মা । শিশুকাল থেকেই সংগীতের প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠায় লক্ষ্ণৌর বীনা হোটেলে থাকাকালীন রোজ ১৫/১৬ ঘন্টা পর্য্যন্ত অক্লান্ত অনুশীলনে শিল্পী সঙ্গীত জগতে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন।

লক্ষ্ণৌ থেকে সংগীত শিক্ষা শেষ করে কলকাতায় থাকাকালীন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে লাগলো। কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে তিনি সংগীত শিল্পী সুখেন্দু গোস্বামীর স্কুলে উচ্চাংগ সংগীতের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলেন। এখানে উল্লেখনীয় সংগীত শিল্পী প্রসুন ব্যানার্জির সহধর্মিনী ও পুলিন দেববর্মার শিষ্যত্ব গ্রহন করে ছিলেন। একবার ১৯৫৯ সালে শিলচরে এক উচ্চাংগ সংগীত সম্মেলনে পুলিন ঠাকুর সংগীত পরিবেশন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে প্রসুন বানার্জির স্ত্রী মীরা বানার্জিও ছিলেন।

তার পর হৃদয় বেগের স্বতঃস্ফুর্ত সংগীত পিপাসা জন্মভুমির টানে তিনি কলকাতা থেকে আগরতলায় চলে আসেন। উচ্চাঙ্গ সংগীত প্রসারও প্রচারের জন্য উমাকান্ত একাডেমীর পশ্চিম দালানে প্রাইমারী স্কুলের পাশে " কলেজ অফ মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস নামে এক সংগীত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য/শিষ্যরা যথাক্রমে রবি নাগ, হীরেন দেববর্মা, অঞ্জলী সরকার (মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মাতা) কণিকা চক্রবর্তী, নারায়ণ দেববর্মা, আরতি কর, তাপসী দত্ত, রতন সেনগুপ্ত, নৃপেন দে, গৌরী চক্রবর্তী, সত্যেন দাস, রমেন্দ্র নাথ দে, এবং আরো অনেকে।

আজ ত্রিপুরায় সংগীতের মঙ্গলময় প্রভাবে গড়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। আনাচে কানাচে শিল্প চর্চার পরিবেশ হয়েছে সুন্দর। গড়ে উঠেছে মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন । শুভ বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে পাড়ায় পাড়ায়। গড়ে উঠেছে প্রেম-প্রীতির আনন্দের পরিবেশ। সংস্কৃতি চর্চা হয়ে উঠেছে প্রতিদিনকার। হে শিল্পী তোমার জন্যে ত্রিপুরা আজ ধন্য। তোমায় জন্ম শতবর্ষে জানাই প্রনাম।

ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সূচনায় সঙ্গীতাচার্য পুলিন চন্দ্র দেববর্মা

কালিপদ ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর সর্বত্র সঙ্গীত সমাদৃত। ত্রিপুরাও এর ব্যতিক্রম নয়। রাজন্য আমলে অনেক শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গুণীজন রাজ পরিবারে সমাদৃত হয়েছিলেন। ত্রিপুরার অনেক সঙ্গীত প্রেমী অনুপ্রাণিত হয়ে সঙ্গীত জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। বলা প্রয়োজন, তাদের মধ্যে প্রয়াত ঠাকুর অনিল কৃষ্ণ দেবর্মণ, ঠাকুর সুরেশ কৃষ্ণ দেববর্মণ, বারীন দেববর্মণ ও হেমন্ত কিশোর দেববর্মণের নাম উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার বাইরে গিয়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নেওয়া তখন খুবই কষ্টকর ছিল। যদিও তার জন্য ত্রিপুরার ভৌগোলিক অবস্থান কিছুটা দায়ী। এ সমস্ত কারণে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা, প্রসার ও বিস্তারে ছিল এক বিরাট শূন্যতা। সারা ভারতের সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ পন্ডিতের সমাবেশে ত্রিপুরার রাজ দরবার ছিল মুখরিত। রাজ বাড়ীর অনুকরণে ও অনুসরণে রাজধানীর ঘরে ঘরে শুরু হয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা ।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে (প্রধানতঃ যন্ত্র সঙ্গীত) অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন প্রয়াত ঠাকুর অনিল কৃষ্ণ ও সুরেশ কৃষ্ণ দেববর্মণ। ওনাদের সাথে বন্ধুত্ব হয় ওস্তাদ আলাউদ্দিনের। শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আকর্ষণে বার বার এসেছেন ত্রিপুরায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব।

ত্রিপুরাতে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শূন্যতায় যে ব্যক্তি শূন্যতা পূরণ করলেন, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রসার ও প্রচার ঘটালেন উনার নাম পুলিন চন্দ্র দেববর্মা। জন্ম ১০ই মার্চ ১৯১৪ সালে আগরতলা কৃষ্ণনগরের ঠাকুর পল্লী রোডে, ঠাকুর পরিবারে। নামের সাথে সংযুক্ত ঠাকুর শব্দটি তাদের অভিজাত্যের প্রতীক। লক্ষ্মৌর মরিস কলেজ থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিশারদ 'ডিগ্রী' অর্জন করার পর আরও তিন বৎসর তালিম গ্রহণ করেন বরকত আলি খাঁর কাছে। ত্রিপুরাবাসীর কথা চিন্তা করে এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রসার ও প্রচারকল্পে ত্রিপুরায় আসেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে নিজের আর্থিক অস্বচ্ছলতাসহ নিজের সুনামের কথা বাদ দিয়ে আগরতলার মানুষকে শাস্ত্রীয় সংগীতের রসাস্বাদান করতে ব্রতী হলেন। এটাই তার জীবনের মহত্ব ও ত্যাগ ।

পরবর্তী সময়ে উনার ছাত্র ছাত্রীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় উমাকান্ত স্কুলের ভিতরে সামান্য জায়গার মধ্যে " কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টসে" স্থানান্তরিত হয়। ত্রিপুরার মানুষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কিভাবে শিখতে হয়, কিভাবে পরিবেশন করতে হয় কিছুই জানতেন না। বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের রাজত্বকাল থেকে মহারাজ বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুরের আমলে পর্যন্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রাজ দরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল।

এই প্রতিষ্ঠানই বর্তমান সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়। ১৯৬৪ সালের ১লা জুন শনিবার পুরানো কলেজের যন্ত্রপাতি ও শত্রনজি সহকারে প্রায় সাড়ে ছয়শ ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে কলেজ আরম্ভ হয়েছিল। সার্থক হল পুলিন বাবুর আন্তরিক প্রচেষ্টা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারকল্পে তাঁর গভীর চিন্তার ফলস্বরূপ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে সারা ত্রিপুরায় জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন পুলিন দেববর্মা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিখ্যাত দিক পাল গায়ক গায়িকা তাঁর ছাত্র–ছাত্রী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় প্রয়াত রবি নাগের কথা। যিনি পরবর্তী কালে সারা ত্রিপুরায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার কল্পে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঠাকুর পুলিন চন্দ্র দেববর্মার অনুসরণে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের কাজে যারা ব্রতী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে প্রয়াত রবি নাগ, রন্‌জিত ঘোষ, সত্যেন দাশ, কণিকা চক্রবর্তী, আরতি কর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

অভিভাবকদের তবলা বাজনার প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না বরঞ্চ এটাকে খুবই হেয় চোখে দেখতেন। গায়কের সাথে বসতে দিতেন না। ঘরের বাইরে বসে তবলা বাজাতে হত, এতটাই হীনতা প্রকাশ পেত। ত্রিপুরাতে কোন বিশেষ যোগ্য লোক ছিলেন না তবলা শিক্ষার ক্ষেত্রে। পুলিন বাবুর সময়ে একমাত্র অশ্বিনী বিশ্বাস সঙ্গীতের কলেজের কাজ চালাতেন এবং শিক্ষাদানে ব্রতী ছিলেন। পুলিন ঠাকুর তাঁর স্কুল থেকে অগণিত ছাত্র–ছাত্রী তৈরী করেছেন যারা সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারায় স্ব স্ব নামে প্রতিষ্ঠিত। এই বীর বিক্রম বিদ্যালয় স্থাপনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্ধকারময় যুগের অবসান হয়। আস্তে আস্তে আগরতলার মানুষ উচ্চাংগ সঙ্গীত বোঝে উঠতে পারলেন এবং ছাত্র–ছাত্রীর সংখ্যা দিনের পর দিন

বৃদ্ধি পেতে আরম্ভ করল তখনই ত্রিপুরা সরকার এই বেসরকারী সঙ্গীত কলেজ অধিগ্রহণ করলেন। পুলিন ঠাকুর ছিলেন সঙ্গীতের সাধক ও সুরের উপাসক। ত্রিপুরার মানুষের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চলন, গানের বন্দিশের ঐশ্বর্য্য, সুরের উপাসনা, লয়ের রকমারি ছন্দ জানা ছিল না এই পুলিন ঠাকুর অন্ধকারময় জীবন থেকে উদ্ধার করেছিলেন উচ্চাংঙ্গ সঙ্গীত শেখার আগ্রহ বাড়িয়ে গান শুনিয়ে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, আত্মত্যাগ ত্রিপুরার লোক ভুলবে না। বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগেই পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন শুধুমাত্র উচ্চংঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগের উপর যা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে। ত্রিপুরা সরকারকে জানাই সাধুবাদ।

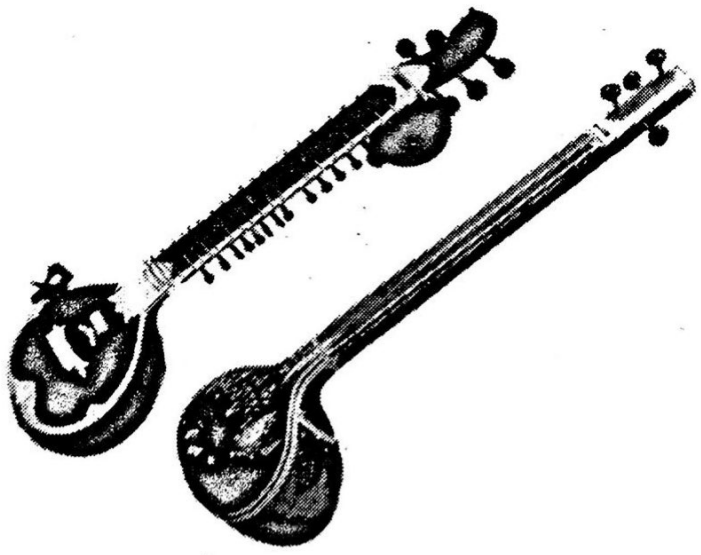

ত্রিপুরায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে— 'পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ' একটি সমীক্ষা

কল্পনা দে

শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় শ্যামলী ত্রিপুরার কোনে কোনে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতকে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর "পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ" অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত (সেতার, সরোদ, বেহালা, গীটার, হারমোনিয়ম), তবলা, শাস্ত্রীয় নৃত্য (ভরতনাট্যম, কত্থক, মুণিপুরি, কুচিপুড়ি, ওডিসি) বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি মহকুমার সদর ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি বিষয়ে প্রথম স্থানাধিকারীরা আগরতলায় কেন্দ্রিয় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। তাদের স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। এই সমারোহে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক অধ্যাপিকা সহ রাজ্য, বহিঃরাজ্য ও আর্ন্তদেশীয় বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। এই সমারোহ সাফল্য মন্ডিত করতে যাঁরাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা মন্ডলী সকল শ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দের অনলস পরিশ্রম, রাজ্যের শিল্পীবৃন্দ, রাজ্য সরকার, ছাত্রছাত্রী ও সর্বোপরি দর্শকমন্ডলী— সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এই সমারোহ প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত এই সমারোহ অনুষ্ঠানের একটি রূপরেখা অংকনের চেষ্টা করছি।

২০০৪ সালের ৩রা-৫ই ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও ত্রিপুরা স্টেট কলা অকাডেমির সহযোগিতায় তৎকালীন সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রথম তিনদিন ব্যাপী পুলিন দেববর্মা নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ" অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে অধ্যক্ষা ডঃ পদ্মিনী চক্রবর্তীর নেতৃত্বে। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানটির প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার। কোলকাতার

বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী পন্ডিত অরুণ ভাদুড়ি এই অনুষ্ঠানে কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলা সহযোগিতায় ছিলেন শ্রী তারক সাহা এবং হারমোনিয়মে ছিলেন শ্রী গৌরব চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। বিভিন্ন মহকুমায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারীরা ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ সমারোহের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তাদের স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী সমারোহের সমাপ্তি সন্ধ্যায় মহাবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্পীবৃন্দ ও মহাবিদ্যালয়ের শিল্পীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এরা শ্রী ননী গোপাল চক্রবর্তী, শ্রী রতন সেনগুপ্ত, ডঃ মৃণাল চক্রবর্তী, কালীকিঙ্কর দেববর্মা, শ্রী অলকেন্দ্র দেববর্মা, শ্রী জহর ব্যানার্জি ও শ্রী চিন্ময় দাশ, সহযোগী শিল্পীরা ছিলেন শ্রী দীপক দাস, ভজন চক্রবর্তী, শ্রী নারায়ণ বিশ্বাস, প্রশান্ত দেববর্মা, শ্রী সুশান্ত লোধ, শ্রী শ্যামল দেব, শ্রী সুব্রত তালুকদার এবং দেবব্রত ঘোষ।

দ্বিতীয় ঃ "পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় ২০০৫ সালের ৩রা-৫ই ফেব্রুয়ারী। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে তিনদিন ব্যাপী এই সমারোহের উদ্বোধন করেন তৎকালীন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। কোলকাতার উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী শ্রী মনোজিৎ মল্লিক এবং কোলকাতার বিখ্যাত তবলা শিল্পী ও তবলাগুরু শ্রী বিমল রায় আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা। সমারোহের দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন মহকুমায় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাাধিকারীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তাদের স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সমারোহের তৃতীয় দিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মহাবিদ্যালয় ও রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন এই মহাবিদ্যালয়ের শিল্পী শ্রীমতি কাকলি দাস, তবলা সহযোগিতায় ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের শিল্পী শ্রী সুব্রত তালুকদার। তবলা লহরা পরিবেশন করেন রাজ্যের বিশিষ্ট তবলা শিল্পী শ্রী শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। সেতার বাদন পরিবেশন করেন কোলকাতার শিল্পী শ্রী দেবাশীষ মুখার্জি। বেহালা বাদন পরিবেশন করেন শ্রী অশোক দাস এবং এস্রাজ বাদন পরিবেশন করেন শ্রী বিশ্বনাথ আচার্যি।

তৃতীয় ঃ পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় ২০০৬ সালের ১০ই-১২ই মার্চ। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ১০ই মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন তৎকালীন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নৃত্য গীতের একটি সুন্দর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। আমন্ত্রিত শিল্পী বোম্বাই এর ডঃ পরমানন্দ যাদব শাস্ত্রীর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলা সহায়তা করেন শ্রী শ্যামল দেব। ১১ই মার্চ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তাদের স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। ১২ই মার্চ সমারোহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন কোলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী শ্রী গৌরসারণ দাশগুপ্ত। সেতার পরিবেশন করেন রাজ্যের বিশিষ্ট সেতার শিল্পী হীরেন চক্রবর্তী। মনিপুরি নৃত্য পরিবেশন করেন বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতি বিম্বাবতী দেবী।

চতুর্থ ঃ পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় ২০০৭ সালের ১৭ই এবং ১৮ই জুলাই। এই বছর থেকেই এই সমারোহ তিনদিনের পরিবর্তে দুইদিন অনুষ্ঠিত হতে শুরু হয়। এবং এই সমারোহ থেকেই গুণীজন সর্ম্বধনা রীতি চালু হয়। ১৭ই জুলাই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করে মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে অনুষ্ঠানে কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন ওস্তাদ রশীদখাঁর ছাত্র শ্রী শুভ ঘোষ। তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রী সুব্রত তালুকদার। গুণীজন সম্বর্ধনা দেওয়া হয় ত্রিপুরার বরিষ্ঠ এম্রাজ শিল্পী শ্রী চিত্ত দেববর্মা এবং কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী শ্রীসাধন ভট্টাচার্য কে। ১৮ই জুলাই সমারোহের দ্বিতীয় দিনের সকালের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে এবং তাদের স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সমাপ্তি সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেন ত্রিপুরার স্বনামধন্যা শিল্পী শ্রীমতি কাবেরী গুপ্তা এবং বাংলাদেশের খ্যাতনামা উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী স্বর্ণময় চক্রবর্তী। সহযোগী শিল্পীরা শ্রী বিজন চক্রবর্তী ও শ্যামল দেব।

পঞ্চম ঃ পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ৮ই এবং ৯ই আগষ্ট। রবীন্দ্রশত বার্ষিকী ভবনে ৮ই আগস্ট সন্ধ্যা ৬টায় প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন তৎকালীন

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন Spirit of Drums। কোলকাতার বিখ্যাত সেতার শিল্পী শ্রী সৌমিত্র লাহিড়ি সেতার বাদন পরিবেশন করেন এবং উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিখ্যাত শিল্পী শ্রী জয়ন্ত পান্ডে। তবলায় সহযোগিতা করেন কোলকাতার শিল্পী শ্রী দেবাশীষ সরকার, এবং শ্রী শ্যামল দেব। ত্রিপুরার বিশিষ্ট গুণী শিল্পীদ্বয় শ্রীমতি মায়া দেব সরকার এবং হীরেন দেববর্মাকে গুণীজন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ৯ই আগষ্ট সকালে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সন্ধ্যার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী রতন সেনগুপ্ত। সেতার পরিবেশন করেন প্রয়াত 'কালীকিঙ্কর দেববর্মা। ভরতনাট্যম নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রীমতি হীরা দে। সহযোগী শিল্পীরা ছিলেন শ্রী শ্যামল দেব, শ্রী সুব্রত তালুকদার ও প্রয়াত প্রশান্ত দেববর্মা।

ষষ্ঠ ঃ পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালের ২১-২২ শে নভেম্বর। ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় নজরুল কলাক্ষেত্রে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তৎকালীন মহামান্য রাজ্যপাল ডঃ শ্রীমতি কমলাদেবী। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা শাস্ত্রীয় নৃত্য গীত বাদ্যের সমন্বয়ে একটি সুন্দর কম্পোজিসন পরিবেশন করেন। কোলকাতার বিখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী নীহার রঞ্জন বন্দোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তবলা সহযোগিতায় ছিলেন শ্রী শ্যামল দেব, তানপুরায় ছিলেন শ্রীমতি কাকলি দাস, কোলকাতার বিখ্যাত সেতার শিল্পী পঃ কিশোর চক্রবর্তী সেতারে 'দেশ' রাগ পরিবেশন করেন। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রী সুব্রত তালুকদার। ত্রিপুরার দুই বিশিষ্ট প্রবীন গুণী শিল্পী শ্রী বিনয়ভূষণ দেব এবং শ্রী লক্ষ্মীকান্ত সিংহকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ২২শে নভেম্বর সকাল ১১টা থেকে প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থানাধিকারীরা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে সন্ধ্যার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।

সপ্তম ঃ পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় ২০১০ সালের ২১-২২শে নভেম্বর, ত্রিপুরার বিখ্যাত প্রবীন শিল্পী প্রয়াত রবি নাগ টাউন হলে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীরা উদ্বোধনী সুর মূর্ছনা পরিবেশন করে শ্রী শ্যামল দেবের পরিচালনায়। দ্বৈত তবলা বাদন পরিবেশন করেন শ্রী শ্যামল দেব ও শ্রী প্রদীপ ভট্টাচার্য, হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন শ্রী ননীগোপাল বিশ্বাস। কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন কোলকাতার বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীমতি আইভি ব্যানার্জি। তবলা সহযোগিতায় ছিলেন শ্রী শ্যামল দেব। একক তবলা বাদন পরিবেশন করেন বিশিষ্ট তবলা শিল্পী পন্ডিত গোবিন্দ বসু। হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন কোলকাতার শ্রী সনাতন গোস্বামী। ত্রিপুরার প্রবীন গুণী শিল্পী দ্বয় শ্রী গনেশ দেববর্মা ও প্রয়াত রাঁজেন্দ্র দাসকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মরণোত্তর সম্মান প্রদান করা হয় শিল্পী সঁচ্চিদানন্দ (মানিক) হালদারকে। সমারোহের দ্বিতীয় দিন সকালে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তাদের স্মারক ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সন্ধ্যায় সমারোহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপশাস্ত্রীয় গায়ন পরিবেশন করেন শ্রী সুশান্ত লোধ, তবলা সহযোগিতায় ছিলেন শ্রী জয়ন্ত রঞ্জন ধর, সরোদ বাদন পরিবেশন করেন শ্রী অরুণাভ শর্মা, তবলা সহযোগিতা ছিলেন শ্রী অমিতাভ শর্মা। শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী রবীন্দ্র ভরালি, তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রী অভিজিৎ কর। কত্থক নৃত্য পরিবেশন করেন কোলকাতার বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী তথা নৃত্যগুরু শ্রী অসীম বন্ধু ভট্টাচার্য, তবলা সহযোগিতায় ছিলেন শ্রী বিশ্বজিত পাল, সেতারে শ্রী সুনন্দ মুখার্জী এবং কণ্ঠে প্রয়াত, দেবব্রত ঘোষ।

অষ্টম ঃ পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় ২০১২ সালের ১০ এবং ১১ই জানুয়ারী। তৎকালীন উচ্চাশিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার নজরুল কলাক্ষেত্রে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিবেশন করে এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উচ্চাঙ্গ নৃত্য গান বাদ্যের সমন্বয়ে। কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি কাকলি দাস এবং শ্রীমতি শক্তি চক্রবর্তী বেহালা বাদন পরিবেশন করেন শ্রী অশোক দাস এবং মণিপুরি নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রীমতি সোমা দত্ত। সহযোগী শিল্পীরা— শ্রী মনোরঞ্জন দেব, শ্রী মনিলাল চক্রবর্তী, সুব্রত তালুকদার এবং শ্রী শ্যামল দেব,

ত্রিপুরার প্রখ্যাত কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী শ্রী মধুসূদন চৌধুরীকে গুণীজন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ত্রিপুরার খ্যাতনামা সেতার শিল্পী প্রয়াত উৎপল দেববর্মা কে মরনোত্তর সম্মান প্রদান করা হয়। ১১ই জানুয়ারী সকাল থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থানাধিকারীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সন্ধ্যায় সমারোহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দ্বৈত তবলা বাদন পরিবেশন করেন শ্রী নারায়ণ মজুমদার ও শ্রী সত্যপ্রিয় রায়। হারমোনিয়ামে শ্রী সুশান্ত লোধ। কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন মনিপুরের বিখ্যাত কণ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী শ্রী দেবেন্দ্রজিৎ শর্মা। তবলায় সহযোগিতা করেছেন শ্রীশ্যামল দেব। আসামের সত্রিয় নৃত্য শিল্পীরা সত্রিয় নৃত্য পরিবেশন করেন।

নবম ঃ পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় ২০১৩ সালের ১০-১১ই জানুয়ারী। ১০ই জানুয়ারী 'সুকান্ত একাডেমি' প্রেক্ষাগৃহে সন্ধ্যা ৬টায় তৎকালীন মাননীয় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অনিল সরকার প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রী শ্যামল দেবের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিবেশন করে "On the train" খন্ডজাতির উপর বৃন্দ তবলা বাদন। কোলকাতার বিখ্যাত কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী ও রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতি সঞ্চিতা চৌধুরী ধ্রুপদ পরিবেশন করেন। পাখোয়াজে সঙ্গত করেন কোলকাতার শ্রী অপূর্বলাল মান্না। এবং গৌড়িয় নৃত্য পরিবেশন করেন অধ্যাপিকা (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়। ত্রিপুরার প্রবীন খ্যাতনামা কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী শ্রী সুরেশ তালুকদারকে গুণীজন সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ত্রিপুরার প্রখ্যাত সরোদ শিল্পী প্রয়াত অনাথবন্ধু দেববর্মণকে মরনোত্তর সম্মান প্রদান করা হয়। ১১ই জানুয়ারী সকালের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান অধিকারীরা অংশগ্রহণ করে। স্মারক ও শংসাপত্র দিয়ে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। সমারোহের সমাপ্তি সন্ধ্যায় কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্যের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী শ্রী বিমল চক্রবর্তী এবং মহাবিদ্যালয়ের শিল্পী শ্রী স্নিগ্ধতনু ব্যানার্জি। কত্থক নৃত্য পরিবেশন করেন মহাবিদ্যালয়ের শিল্পী শ্রীমতি মানসী ঘোষ। সহযোগিতায় ছিলেন শিল্পীরা— শ্রী সুব্রত তালুকদার, শ্রী জয়ন্ত রঞ্জন ধর, শ্রী সুশান্ত লোধ, শ্রী নারায়ণ বিশ্বাস, শ্রী কৃষ্ণধন লোধ এবং শ্রী শুভঙ্কর ঘোষ।

দশম ঃ পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ অনুষ্ঠিত হয় ২০১৪ সালের ২৯-৩০ শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন তৎকালীন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রী ভানুলাল সাহা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মহাবিদ্যালয়ে ছাত্ররা শ্রী শ্যামলদেবের পরিচালনায় পরিবেশন করে "Jurney of Rhythm" উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীত পরিবেশন করেন ডঃ মৃণাল চক্রবর্তী। তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রী শ্যামল দেব। মনিপুরি নৃত্য পরিবেশন করেন এই মহাবিদ্যালয়ের শিল্পী শ্রী বঙ্কিম সিন্‌হা এবং কুচিপুড়ি নৃত্য পরিবেশন করেন এই মহাবিদ্যালয়ের শিল্পী শ্রীমতি ববি চক্রবর্তী। ত্রিপুরার বরিষ্ঠ গুণী শিল্পী শ্রী প্রমোদ নাথ কে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় এবং মরনোত্তর সম্মান প্রদান করা হয় ত্রিপুরার গুণীশিল্পী প্রয়াত বারীন দেববর্মাকে। ৩০শে জানুয়ারী সকাল নয়টায় 'মুক্ত ধারা'য় শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, তবলা ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের (ভরত নাট্যম, কত্থক, মণিপুরি, ওডিসি, কুচিপুড়ি) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের স্মারক ও শংসাপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এই সমারোহের সমাপ্তি হয় সকালের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই। এদিনই ৩০শে জানুয়ারী মুক্ত ধারা প্রেক্ষাগৃহে বিকাল ৪টায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমানিক সরকার শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে।

একাদশতম ঃ পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই পুলিন দেববর্মার শততম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হবে। লিচু বাগান স্থিত মিউজিক কলেজ ও আর্ট কলেজের ক্যাম্পাসে পুলিন দেববর্মা নামাঙ্কিত প্রেক্ষাগৃহ 'পুলিন দেববর্মা অডিটরিয়াম'টি উদ্বোধন করা হবে। এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক মুখপত্র 'মূর্ছনা'র পুলিন দেববর্মা স্মারক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে।

এভাবেই রাজ্য সরকারের সহায়তায় শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় 'পুলিন দেববর্মা স্মৃতি নিখিল ত্রিপুরা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সমারোহ' অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে যেমন ত্রিপুরার সুযোগ্য সন্তান সুর সাধক পুলিন দেববর্মাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে তেমনি ত্রিপুরার কোনে কোনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে পৌঁছে দেবারপ্রয়াস নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে। সকলের সহযোগিতায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের এই প্রয়াস চির বহমান থাকুক এটাই আমাদের কাম্য।

সঙ্গীতাচার্য পুলিন ঠাকুর

সাবিত্রী দেবী

ত্রিপুরার সঙ্গীত পিপাসু রসিকদের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্রিয়াত্মক বিষয়ের উপর "সঙ্গীতাচার্য পুলিনচন্দ্র দেববর্মণ" জীবন কাহিনী তুলে ধরছি। এটা সমস্ত ত্রিপুরা বাসীর নৈতিক দায়িত্ব। কারণ যে ব্যাক্তি মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর-মানিক্যের আর্থিক অনুদানে সুদূর লক্ষ্ণৌ গিয়ে " মরিস কলেজ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বিশারদ ডিগ্রী নিয়ে রঙ্গিলা ঘরনায় তালিম প্রাপ্ত হয়ে সারা ত্রিপুরাবাসীর সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ করেছেন। পরে তিনিই নিজের বাড়ীতে **"বীরবিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়"** স্থাপন করেন। বর্তমানে পুলিন ঠাকুরের কলেজ "সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়" নামে পরিচিত।

এই পার্বত্য ত্রিপুরার সবুজ বনানীর মাঝে উচুনীচু পাহাড় ঘেরা দ্বীপখন্ডের পটভূমিতে ত্রিপুরার রাজ দরবারে উপস্থিত হয়েছেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুণীজন। তাঁরা রাজসভা অলংকৃত করেছেন, সেই সব সভাশিল্পী ও রাজ পন্ডিতদের সংস্পর্শে অন্ধকার যুগেও ত্রিপুরার শিল্প সাহিত্য, চিত্রকলা উৎকর্ষতা লাভ করে।

তাই উল্লেখ্য, ঠাকুর পরিবারের একটি দূরন্ত ছেলের উড়ন্ত মন নিয়ে জন্ম। আগরতলা ঠাকুর পল্লী রোডের কৃষ্ণনগর তিনি ১০ মার্চ ১৯১৪ সালে জন্ম নেন বাড়ীতে। যার জীবন কাহিনী ও কর্মকান্ড জানার জন্য ত্রিপুরার মানুষ উৎসুক। তিনি চলার পথে, আর্দশের ক্ষেত্রে বন্ধন মুক্তির আদর্শে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অর্ন্তমুখী এই মানুষটি নিজেকে প্রকাশ করতে সঙ্গীতকে উচ্চ মার্গে রূপান্তরের কথা ভেবেছেন। সঙ্গীত সাধনায় মগ্ন হয়ে রাতের পর রাত চর্চা করে আধ্যাত্মিকতার প্রমাণ দিয়েছেন।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে ত্রিপুরার প্রতি ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পুরোধা ছিলেন "পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ"। সুরে ছন্দের বৈভবে রাস্তার পাশে উমাকান্ত স্কুলের পুরানো সেই দালান ও টিনের ঘরে এই সঙ্গীত মুখর মহাবিদ্যালয়ের অবস্থান পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বুকে টেনে নিয়েছেন ত্রিপুরার দুস্থদের, তাদের সুযোগ করে দিয়েছেন সঙ্গীত শিক্ষার। তিনি শুধু ব্যক্তি নন ব্যক্তি রূপে একটি প্রতিষ্ঠান। এই সঙ্গীত সাধকের জীবনাদর্শ ব্যতীত ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ইতিহাস চিরকালেই অধরা হয়ে যাবে।

প্রশ্নোত্তরে পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ

মৃণাল রায়

১। ত্রিপুরার প্রথম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারের উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম কি?
উঃ পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ।

২। কোন সালের কত তারিখ উনি জন্ম গ্রহন করেন?
উঃ ১০ই মার্চ ১৯১৪ ইং।

৩। তিনি আগরতলার কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
উঃ কৃষ্ণনগর ঠাকুর পল্লী রোড, বর্তমান টি, আর, টি, সি সংলগ্ন।

৪। উনার পিতার নাম কি?
উঃ ড. হীরালাল দেববর্মা।

৫। উনার মাতার নাম কি?
উঃ শান্তি প্রভা দেবী।

৬। পুলিন চন্দ্র দেববর্মণের ভাই বোনের সংখ্যা কত?
উঃ সাত ভাই, দুই বোন।

৭। ভাইদের মধ্যে পুলিন চন্দ্র কত তম ছিলেন?
উঃ দ্বিতীয়।

৮। উনার প্রাথমিক শিক্ষা কোথায়?
উঃ উমাকান্ত একাডেমী।

৯। স্কুলে তিনি কি করতেন?
উঃ বন্ধুদের সঙ্গে বেশী সময় গান নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

১০। কত বছর বয়সে রাজ দরকারে হোলির গান পরিবেশ করেন?
উঃ মাত্র ১৪ বছর বয়সে।

১১। তাঁর কথা ও সুরে হোলির গান দুটি কি?
ক) রাগ–মালকোষ
এইসি কিঁউ খলতে কৃষ্ণ মুবারী
আবির কিঁউ ভরত আখোঁমে মেরী।
চুরিয়া চুনারিয়া ভিগ্‌গায়ী তন্‌শাড়ি
ক্যায়সে ঘর জাঁউ ম্যায় অব মুরারী।

খ) রাগ–দরবারী

হোরি খেলনা জাত কানইহাইয়া
হোরি খেলত রাধা সঙ্গ
ব্রীজ বণিতা পিচকারী
ছোড়ত কেসরিয়া।
রাধাকৃষ্ণ কি যোরী সোহানা
একসা বড়িয়া যাত কান্‌হাইয়া।।

১২। উনার রচিত হোলির গান গুলি কি রকম ছিল?
উঃ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুসারী।

১৩। কোন সালে পুলিন চন্দ্রের গান শুনার জন্য মহারাজা বীরবিক্রম মানিক্য বাহাদুর গানের আসর বসান?
উঃ ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে।

১৪। মহারাজার সামনে গান গাওয়ার আগে তাহার অবস্থা কি হয়েছিল?
উঃ ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চুপ করে বসেছিলেন।

১৫। তাহার গান শুনে মহারাজা আনন্দে কি আদেশ করলেন?
উঃ মাসিক ২৫ টাকা করে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

১৬। বৃত্তি পেয়ে পুলিন চন্দ্র কি মনস্থির করলেন?
উঃ লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজে গান শেখবেন।

১৭। মরিস কলেজ সম্পূর্ণ নাম কি ছিল?
উঃ মরিস কলেজ অব হিন্দুস্থানী মিউজিক, লক্ষ্ণৌ।
(MARRIS COLLEGE OF HINDUSTHANI MUSIC, LUCKNOW)

১৮। তখনকার সময়ে মরিস কলেজের অধ্যক্ষ কে ছিলেন?
উঃ পন্ডিত রতন ঝংকার।

১৯। মরিস কলেজ পুলিন চন্দ্র ভর্তি হয়ে কার কার কাছে গান শিখেছিলেন?
উঃ পন্ডিত রতন ঝংকার, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর কাকা উস্তাদ আগা খাঁ ইত্যাদি।

২০। মরিস কলেজ অব হিন্দুস্থানী মিউজিক, লক্ষ্ণৌ এর পরিবর্তিত নাম কি?
উঃ কলেজ অব হিন্দুস্থানী মিউজিক, উত্তর প্রদেশ।

২১। মরিস কলেজে সঙ্গীত শিক্ষা কালে পুলিন চন্দ্র কোথায় থাকতেন?
উঃ দি বীনা হোষ্টেল ইউনিয়ন (THE VEENA HOSTEL UNION)

২২। লক্ষ্ণৌ থেকে বিশারদ পাশ করে তিনি কার কাছে কত বছর তালিম নেন?
উঃ ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁর বড় ভাই বরকত আলি খাঁর কাছে। তিন বছর।

২৩। বীনা হোষ্টেলে থাকাকালীন তিনি কত ঘন্টা রেওয়াজ করতেন?
উঃ প্রতিদিন ১৫/১৬ ঘন্টা।

২৪। তিনি কোন ঘরানার বৈশিষ্ট্য তাঁর গলায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন?
উঃ রঙ্গিলা ঘরানা।

২৫। লক্ষ্ণৌ থেকে গান শেখা শেষ করে তিনি কোথায় আসলেন এবং কবে?
উঃ ১৯৩০ ইং সালে শেষের দিকে কোলকাতাতে আসলেন।

২৬। কোলকাতাতে তার গান শুনে প্রথমে কে মুগ্ধ হয়েছিলেন?
উঃ সুখেন্দু গোস্বামী।

২৭। কোলকাতাতে তার প্রধান শিষ্যার নাম কি?
উঃ শ্রীমতি মীরা ব্যানার্জী।

২৮। পুলিন চন্দ্র কোলকাতায় কোথায় কোথায় প্রোগ্রাম করে সুনাম অর্জন করেন?
উঃ ক) কোলকাতার বিভিন্ন সঙ্গীত সম্মেলনে।
খ) কোলকাতার বেতার কেন্দ্রে।

২৯। ত্রিপুরার মহারাজার আদেশে তিনি কোলকাতার কোথায় চাকুরি করতেন?
উঃ মর্ডান ব্যাংকে।

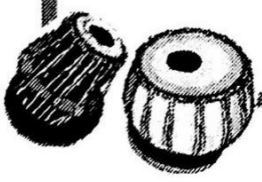

৩০। কোলকাতা থেকে তিনি আগরতলার কেন ফিরে আসলেন?
উঃ মর্ডান ব্যাংকের অবস্থা খারাপ হওয়ায় সব কর্মচারীর সঙ্গে তারও চাকুরি চলে গেল বলে।

৩১। আগরতলায় ফিরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচারের জন্য তিনি কি করলেন?
উঃ নিজ বাড়ীতে " বীর বিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়" চালু করলেন।

৩২। তখনকার সময়ে তার শিষ্য শিষ্যা কে কে ছিলেন?
উঃ নৃপেন্দ্র চন্দ্র দে, সত্যেন দাস, ঁরবি নাগ , তাছাড়া আরও বহু গুণী জন।

৩৩। " বীর বিক্রম সঙ্গীত বিদ্যালয়ের" পরবর্তী নাম কি ছিল?
উঃ কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস।

৩৪। "কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস" কত সালে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উঃ ১৯৫১ সালে, উমাকান্ত একাডেমী স্কুল মাঠের পশ্চিম দিকের দালান বাড়ীর টিনের ঘরে।

৩৫। তখনকার সময়ে "কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টেস" এর সভাপতি কে ছিলেন?
উঃ বিলাত ফেরত শিক্ষাবিদ্ এবং মহারাজা বীর বিক্রম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ যোগেন্দ্র কুমার চৌধুরী।

৩৬। " কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস" কোন সালে ভাতখন্ডে বিদ্যাপিঠ (লক্ষ্মৌ) অনুমোদন লাভ করে?
উঃ ১৯৫৭ ইং সালে।

৩৭। উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথম "ভাতখন্ডে বিদ্যাপীঠ" অনুদান (Registered) প্রাপ্ত কলেজের নাম কি?
উঃ কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস, আগরতলা , ত্রিপুরা।

৩৮। "কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস" এর অধ্যক্ষের নাম কি ছিল?
উঃ পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ।

৩৯। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রীর নাম কি এবং কোন সালে ত্রিপুরায় এসেছিলেন?
উঃ হুমায়ুন কবির । ১৯৬০ সালে।

৪০। মন্ত্রী হুমায়ুন কবির কোথায় ভাষন রেখেছিলেন?

উঃ আগরতলার উমাকান্ত একাডেমির মিলনায়তনে।

৪১। মন্ত্রী হুমায়ুন কবির ভাষণ দানে কি ঘোষণা করেছিলেন?

উঃ ১৯৬১ সালে সারা ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে।

৪২। এই সুযোগে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রশাসনিক চেষ্টা কারা কারা করেছিল?

উঃ ত্রিপুরা সরকারের চিফ কমিশনার কে, কে হাজরা ও শিক্ষা সচিব গোবিন্দ নারায়ন চাট্টার্জী।

৪৩। সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনের জন্য কোথায় জায়গা ক্রয় করা হয়?

উঃ যোগেন্দ্র ক্যাপটেনের বাড়ী।

৪৪। কলেজ অব মিউজিক এন্ড ফাইন আর্টস কত সালে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে এবং নতুন নামকরণ কি?

উঃ ১৯৬৪ সালের ১লা জুন। সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়।

৪৫। তখনকার সময়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ছিল?

উঃ প্রায় ৬৫০ ছাত্রছাত্রী।

৪৬। তখনকার সময়ে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের কতজন শিক্ষক ছিল?

উঃ অধ্যক্ষ, সিনিয়ার লেকচারার, বারজন ইন্‌ষ্ঠাকটর, পাঁচজন পার্ট টাইম একম্পেনিষ্ট।

৪৭। পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ কলেজের কোন পদে চাকুরী করতেন?

উঃ সিনিয়র লেকচারার।

৪৮। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের নাম কি ?

উঃ কুমুদ রঞ্জন ব্যানার্জী।

৪৯। সরকারী ভাবে প্রথম কোন সালে ভাতখন্ডজীর জন্ম বার্ষিকী পালিত হয়?

উঃ ৯ই আগষ্ট ১৯৬৪ ইং।

৫০। পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ মৃত্যুর আগের দিন ক্লাসে কি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগ শিখিয়েছেন?

উঃ কামোদ রাগ।

৫১। তার মৃত্যু কোন সালের কত তারিখ হয়?

উঃ ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ ইং।

৫২। তার মৃত্যুর কোথায় হয়েছিল?

উঃ আগরতলার রবীন্দ্রপল্লীর কোয়ার্টারের নিজ ঘরে।

৫৩। ত্রিপুরার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচার ও প্রসারে "Father of Music" কে?

উঃ স্বর্গীয় পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ।

তথ্যপঞ্জি

১। সঙ্গীতাচার্য পুলিন চন্দ্র দেববর্মণ স্মৃতির সরণি বেয়ে ঃ পিনাক পাণি গুপ্ত

২। মশাল (এক অনন্য মাসিক বাংলা সংবাদ সামায়িকি – মে, ২০১৪) ঃ শতদল রায়

৩) তথ্য সংগ্রহ ঃ শিল্পী পুলকেশ দেববর্মণ

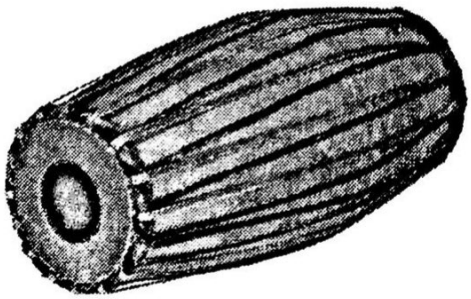

Department of Vocal & Instrument

1. Dr. Mrinal Chakrabarty (Sr. Lecturer) Deputed-9774459903
2. Smt. Tripti Watwe (Asstt. Prof). Deputed-9862707419
3. Sri Siddhartha Choudhury (Asstt. Prof.)-7308385643
4. Sri Sushanta Lodh (Instructor)-8974852547
5. Smt. Chhanda Nandi (Instructor)-9774964678
6. Smt Kakali Das (P.G.T.) - 9436946162
7. Smt. Sunetra Roy (P.G.T.) - 9436567443
8. Sri Arunabha Sarma (Guest Lecturer)-9774431789
9. Sri Abhijit Sarma (Guest Lecturer)-9862235283
10. Smt. Jina Debbarma (Guest Lecturer)-8014938345
11. Smt. Mampi Deb (Guest Lecturer)-9774431927

Department of Tabla

1. Sri Pradip Kr. Bhattacharjee (Sr. Lecturer)-9774354844
2. Sri Mrinal Roy (Instructor)-9774145839
3. Sri Narayan Majumder (Instructor)-9774129366
4. Sri Shyamal Deb (Instructor)-9436463464
5. Sri Subrata Talukdar (Instructor)-9436129432
6. Sri Debasish Debnath (Accompanist)-9436576481
7. Sri Jayanta Rn. Dhar (Accompanist)-9436461975
8. Sri Pradip Sarkar (Accompanist)-8974262640
9. Sri Pritam Debbarma (Accompanist)-9612716302
10. Sri Mrinal Kanti Das (Accompanist)-9436180061
11. Sri Suman Ghosh (Guest Lecturer)-9436345696

Department Dance

Manipuri

1. Sri Bankim Singha (Instructor) - 9774016381
2. Smt. Hena Singha (Guest Lecturer) - 9862478745

Kathak

1. Smt. Manashi Ghosh (Instructor) - 9862216845
2. Sri Chinmay Das (Instructor) - 8794058267
3. Smt. Jyoshi Debbarma (Accompanist)-9436130631
4. Smt Purnashree Ghosh (Guest Lecturer)-9089307276

Bharata Natyam

1. Smt. Smita Lahkar (Asstt. Prof)-9436308801
2. Smt. Sanhita Ghosh (Instructor)- 9774617169
3. Smt. Mistu Deb (Guest Lecturer)- 9774692108

Kuchipudi

1. Smt. Boby Chakraborty (Guest Lecturer) - 9436131983

Department of Rabindra Sangeet

1. Sri Shounak Ray (Asstt. Prof.)-8794359842
2. Smt. Sukla Bhattacharjee(P.G.T.)-9774604925
3. Smt. Sutapa Choudhury (Accompanist)-9436456166
4. Smt. Mili Saha (Guest Lecturer)-9436569255
5. Sri Siddhartha Sankar Deb (Guest Lecturer) - 9436557586
6. Smt. Maurita Roy (Guest Lecturer) - 8794636877

Department of Bengali

1. Smt. Manika Das (Asstt. Prof.)-9774425663
2. Smt. Kalpana Dey (P.G.T.)- 9862030405

Deparment of English :

1. Smt. Sarita Banik (Guest Lecturer)- 9774601709

Office Staff :

1. Sri Parimal Das (Head Clerk) - 9436995205
2. Sri Joydev Podder-U.D.C. - 9774134799
3. Sri Rathin Acharjee-L.D.C. - 9774016382
4. Sri Thethor Roy (Group-D)
5. Sri Safal Saha (Group-D)
6. Sri Bikash Bhattacharjee (Group-D)- 9862670389
7. Sri Ratan Roy (Group-D)- 8414934892
8. Sri Nandadulal Datta (Group-D)
9. Sri Arun Chakraborty (Night Guard)
10. Sri Sujit Deb (Computer Operator Contigent)-9774146268

Library Staff

1. Smt. Sandhya Debbarma (Sorter)-9615957070

Department of Bengali

1. Smt. Manika Das (Asstt. Prof.)-9774425663
2. Smt. Kalpana Dey (P.G.T.)- 9862030405

Deparment of English :

1. Smt. Sarita Banik (Guest Lecturer)- 9774601709

Office Staff :

1. Sri Parimal Das (Head Clerk) - 9436995205
2. Sri Joydev Podder-U.D.C. - 9774134799
3. Sri Rathin Acharjee-L.D.C. - 9774016382
4. Sri Thethor Roy (Group-D)
5. Sri Safal Saha (Group-D)
6. Sri Bikash Bhattacharjee (Group-D)- 9862670389
7. Sri Ratan Roy (Group-D)- 8414934892
8. Sri Nandadulal Datta (Group-D)
9. Sri Arun Chakraborty (Night Guard)
10. Sri Sujit Deb (Computer Operator Contigent)-9774146268

Library Staff

1. Smt. Sandhya Debbarma (Sorter)-9615957070

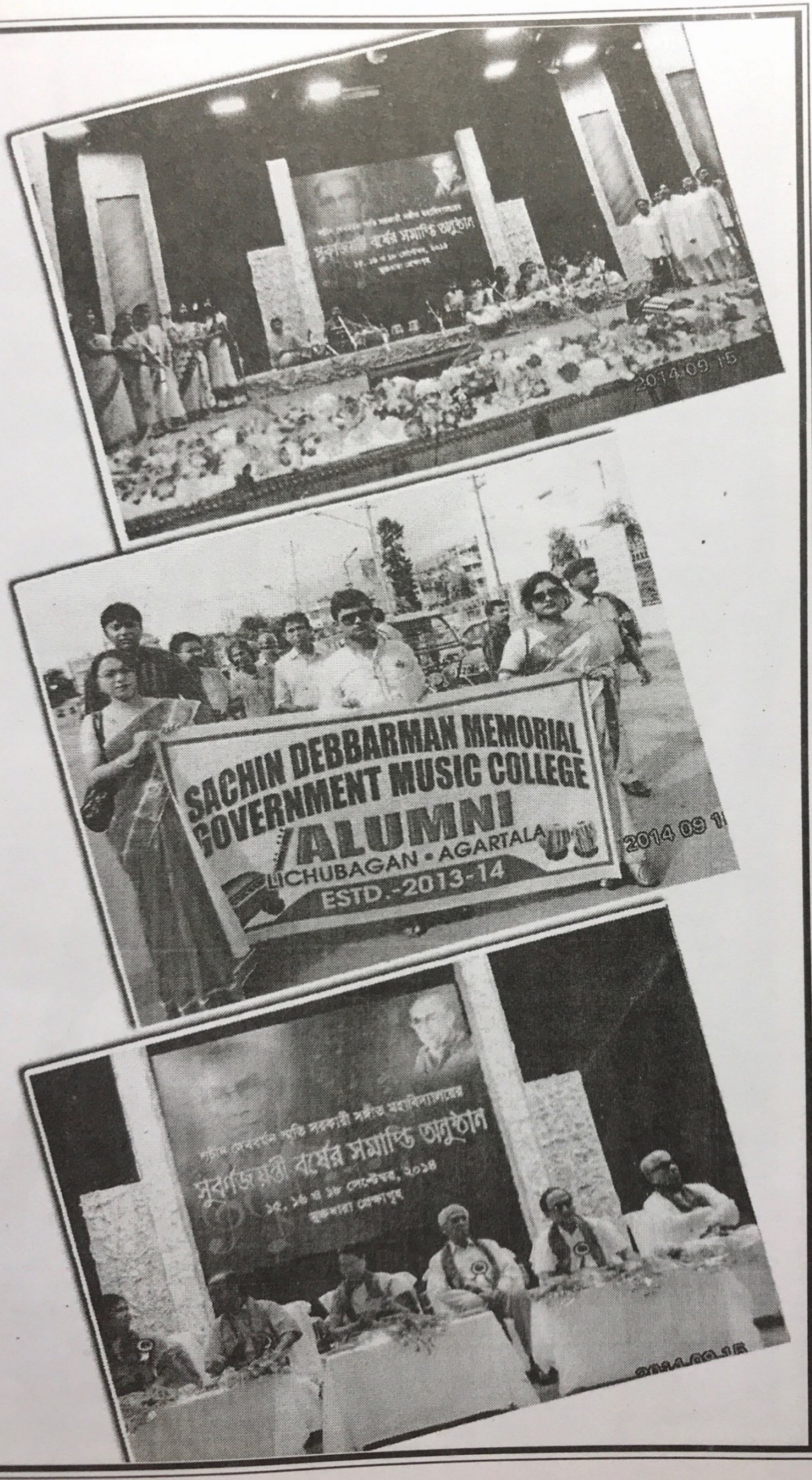

2014.09.15

SACHIN DEBBARMAN MEMORIAL
GOVERNMENT MUSIC COLLEGE
ALUMNI
LICHUBAGAN • AGARTALA
ESTD.-2013-14

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান

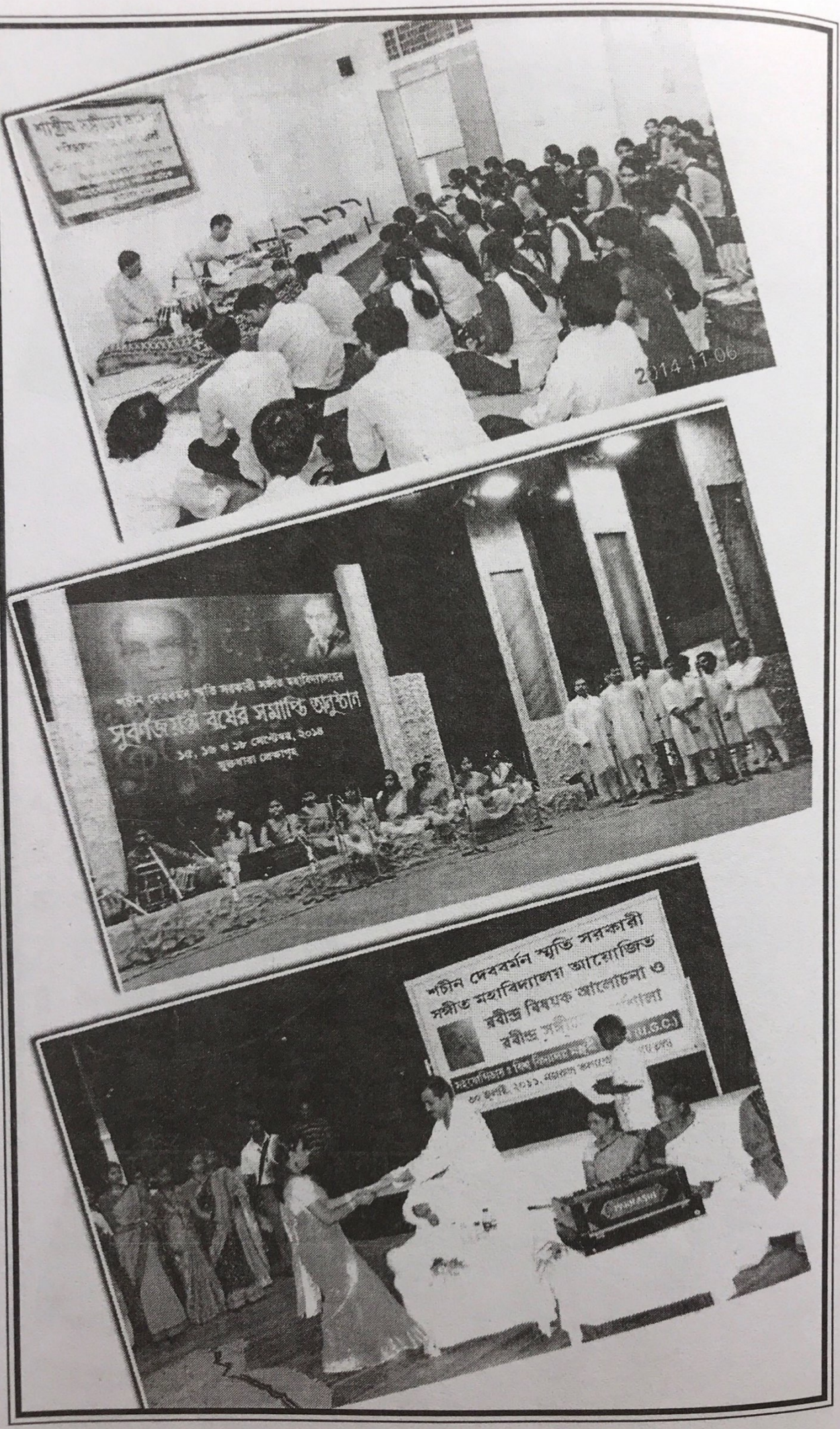
2014 11 06
স্বর্ণজয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান
শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়
শচীন দেববর্মন স্মৃতি সরকারী
সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় আয়োজিত
রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনা ও

RASHTRIYA EKTA DIWAS
31st October, 2014
Sachin Debbarman Memorial
Govt. Music College

RED RIBBON CL

স্বচ্ছ ভারত অভিযান

SACHIN DEBBARMAN MEMORIAL GOVT MUSIC